



83165 - কোন ব্যক্তি কখন নামায বর্জনকারী হিসেবে গণ্য হবে এবং নামায বর্জন করার হুকুম কি?

প্রশ্ন

নামায বর্জনকারী কিসম্পূর্ণভাবে অমুসলিম হিসেবে গণ্য হবে? যে ব্যক্তি দুই ঈদরে নামায পড়ে, কখনও কখনও জুমার নামায পড়ে, কখনও কখনও পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের কোন ওয়াক্ত পড়ে সে ব্যক্তি কি “যে মটোটেই নামায পড়ে না” তার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং অমুসলিম হিসেবে গণ্য হবে? “মটোটেই নামায পড়ে না” এ কথাটির ব্যাখ্যা কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আলমেদরে বিশুদ্ধ মতানুযায়ী, অসংখ্য দলিলের ভিত্তিতে যে ব্যক্তি আদৌ নামায পড়ে না সে কাফরে; নামায না পড়ার কারণ অলসতা হোক কিংবা অস্বীকার হোক। ইতপূর্ববে 5208 নং প্রশ্নোত্তরে সসেব দলিল উল্লেখ করা হয়েছে।

দুই:

যদি কোন মানুষ একবোরে সব নামায ছেড়ে না দিয়ে; কখনও পড়ে, কখনও পড়ে না— যসেব আলমে নামায বর্জনকারীকে কাফরে বলেন, তারা এমন ব্যক্তির ব্যাপারে মতানৈক্য করছেন। তাদের মধ্যে কটে কটে বলেন, ইচ্ছাকৃতভাবে এক ওয়াক্ত নামায বর্জন করলে এবং ওয়াক্ত শেষে হয়ে গেলে সে ব্যক্তি কাফরে হয়ে যাবে। সুতরাং যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ফজরের নামায পড়ল না; এক পর্যায়ে সূর্য উঠে গেলে সে ব্যক্তি কাফরে হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে যোহরের নামায পড়ল না; এক পর্যায়ে সূর্য ডুবে গেলে সে ব্যক্তি কাফরে হয়ে যাবে। কেননা যোহরের নামায আসরের নামাযের সাথে একত্রে আদায় করা যায়। তাই ওজরের ক্ষেত্রে এ দুই ওয়াক্ত নামাযের ওয়াক্ত এক। একই কথা মাগরবি ও এশার নামাযের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সুতরাং যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে মাগরবির নামায বর্জন করবে এশার ওয়াক্ত শেষে হয়ে গেলে সে ব্যক্তি কাফরে হয়ে যাবে।

আর কারণে কারণে অভিমিত হচ্ছে, নামায সবসময় বর্জন না করলে কাফরে হবে না।

ইমাম মুহাম্মদ বনি নাসর আল-মারওয়ায়ি (রহঃ) বলেন: “আমি ইসহাককে বলতে শুনছি: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহি সনদে হাদিসি সাব্যস্ত হয়েছে যে, নামায বর্জনকারী কাফরে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের



যামানা থেকে আজ পর্যন্ত আলমেদরে মতামত হচ্ছে- যবে ব্যক্তিকোন ওজর ব্যতীত ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ত্যাগ করে; এক পর্যায়ে ওয়াক্ত শেষে হয়ে যায় সবে ব্যক্তি কাফরে। ওয়াক্ত শেষে হববে যোহরকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বলিম্ব করার মাধ্যমে এবং মাগরবিকে ফজররে ওয়াক্ত পর্যন্ত বলিম্ব করার মাধ্যমে।

আমরা নামাযরে শেষে ওয়াক্তকে এভাবে উল্লেখ করলাম কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরাফার ময়দানে, মুয়দালফির মাঠে ও সফর অবস্থায় দুই ওয়াক্তরে নামায একত্রে আদায় করছেন। এক ওয়াক্তরে নামায অন্য ওয়াক্তে আদায় করছেন। যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন এক প্রক্শাপটে পররে ওয়াক্তরে নামাযকে প্রথম ওয়াক্তে আদায় করছেন এবং প্রথম ওয়াক্তরে নামাযকে পররে ওয়াক্তে আদায় করছেন এর থেকে জানা গলে যবে, ওজররে ক্শত্রে এ দুই নামাযরে ওয়াক্ত অভনি। যমেনভিবে কোন ঋতুবতী নারী যখন সূর্য ডোবার পূর্বে হায়ে থেকে পবতির হয় তখন তাকে যোহর ও আসর দুই ওয়াক্ত নামায আদায় করার নরিদশে দয়ো হয়। যদি শেষে রাত্রে পবতির হয় তাহলে তাকে মাগরবি ও এশা দুই ওয়াক্তরে নামায আদায় করার নরিদশে দয়ো হয়। [তায়মি কাদরসি সালাম ২/৯২৯ থেকে সমাপ্ত]

ইবনে হাজম বলেন: “আমাদরে কাছে উমর বনি খাত্তাব (রাঃ), মুয়াজ বনি জাবাল (রাঃ), ইবনে মাসউদ (রাঃ) সহ একদল সাহাবী থেকে এবং ইবনুল মুবারক, আহমাদ বনি হাম্বল, ইসহাক বনি রাহুইয়া এবং ঠকি ১৭ জন সাহাবী থেকে এই মরমে বরণনা এসছে যবে, মনে থাকা সত্ববেও ইচ্ছাকৃতভাবে ফরয নামায বরজনকারী কাফরে ও মুরতাদ। এ অভমিত পোষণ করনে, ইমাম মালকেরে শম্বি আব্দুল্লাহ বনি মাজশিন। এ মত ব্যক্ত করনে, আব্দুল মালকি বনি হাববি আল-আন্দালুসি প্রমুখ।” [আল-ফাসলু ফলি মলিাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নহিল ৩/১২৮]

তনি আরও বলেন: “উমর (রাঃ), আব্দুর রহমান বনি আউফ (রাঃ), মুয়াজ বনি জাবাল (রাঃ), আবু হুরায়রা (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবীর মত বরণতি আছে যবে, “যবে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে এক ওয়াক্ত ফরয নামায ত্যাগ করে, এক পর্যায়ে ওয়াক্ত শেষে হয়ে যায় সবে ব্যক্তি কাফরে ও মুরতাদ” [মুহাল্লা ২/১৫ থেকে সমাপ্ত]

শাইখ বনি বায়রে নেত্ব্বাধীন ফতোয়া বম্বিয়ক স্থায়ী কমটি এই অভমিতরে পক্শে ফতোয়া দয়িছেন। [ফাতাওয়াল লাজনা আদ-দায়মি ৬/৪০,৫০]

পক্শান্তরে, শাইখ উছাইমীন ফতোয়া দয়িছেন, সব সময় নামায ছড়ে দলি কাফরে হববে; অনথ্যায় নয়। শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করা হয়ছিল যবে ব্যক্তি মাঝে মাঝে নামায পড়ে এবং মাঝে মাঝে ছড়ে দয়ে সবে ব্যক্তি কি কাফরে হয়ে যাবে?

জবাবে তনি বলেন: আমার কাছে অগ্রগণ্য মত হচ্ছে- সবে ব্যক্তি কাফরে হববে না। তবে সবে যদি সম্পূর্ণরূপে নামায ছড়ে দয়ে; কখনও নামায না পড়ে তাহলে কাফরে হববে। কখনও কখনও নামায পড়লে সবে ব্যক্তি কাফরে হববে না। এর দললি হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: “মুমনি ব্যক্তি এবং শরিক-কুফররে মাঝে পার্থক্য নরিধারণকারী কাজ



হচ্ছে- নামায বর্জন”। এ হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেননি যে, এক ওয়াক্তরে নামায বর্জন। বরং বলছেন, নামায বর্জন। তাই এ বাণীর দাবী হচ্ছে- সাধারণভাবে নামায বর্জন। যহেতে তনি আরও বলছেন: “আমাদরে ও তাদরে (কাফরেদরে) মধ্যে চুক্তি হলো নামাযরে। সুতরাং যবে ব্যক্তি নামায ত্যাগ করল, সে কুফরী করল।” এর ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি: যবে ব্যক্তি কখনও কখনও নামায পড়ে, আর কখনও কখনও নামায ছেড়ে দেয় সে কাফরে নয়। [মাজমু ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন ১২/৫৫]

কিন্তু, শাইখকে যখন এমন ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় যবে শুধু জুমার নামায পড়ে?

জবাবে তনি বলেন: জুমা ছাড়া অন্য কোন নামায পড়ে না? কবে সে জুমা ছাড়া অন্য কোন নামায পড়ে না?

প্রশ্নকারী: তার অভ্যাস।

জবাব: অভ্যাস! এমন হলে, এ ব্যক্তির নামায ইবাদত— আমি এটা বিশ্বাস করতে পারি না। তাইতো সে অভ্যাসগতভাবে জুমার নামায পড়ে। পোশাকাদি পরে, সজেগেজে, আতর মখে চলে যায়। যদিও আমি মনে করি, কবে সম্পূর্ণভাবে নামায ছেড়ে না দিলে কাফরে হবে না; কিন্তু আমি এই লোকেরে ইসলামেরে ব্যাপারে সন্দেহে পোষণ করি। কেননা এই লোক জুমার নামাযকে শুধু ঈদ হিসেবে গ্রহণ করেছে। সাজগোজ করে। আতর মখে, সজ্জতি হয়ে সে মানুষেরে জন্ম জুমাতে যায়। এমন ব্যক্তি ইসলামে অবচিল থাকার ব্যাপারে আমি সন্দেহে করি। তবে, আমাদরে শাইখ আব্দুল আযযি এর দৃষ্টিভিঙ্গি হচ্ছে- সে কাফরে এবং এটাই চূড়ান্ত [লিকাউল বাব আল-মাফতুহ]

আল্লাহই ভাল জানেন।